Ursula Meissner/ICRC

Didier Bregnard/ICRC

আইএইচএল কখন কার্যকরী হবে?

আইএইচএল তিনটি পরিস্থিতিতে কার্যকরী হবে ঃ

- আন্তর্জাতিক সশস্ত্র সংঘাত, যেখানে অন্তত দুটি দেশ জড়িত;
- একটি দেশের সম্পূর্ণ অথবা এর আংশিক ভূখন্ড যখন কোন বিদেশী শক্তি দ্বারা অধিকৃত থাকে;
- একটি দেশের ভেতরে যখন সশস্ত্র সংঘাত ঘটে (যেমন সরকারী বাহিনীর সাথে এক বা একাধিক সংগঠিত সশস্ত্র বাহিনী, অথবা বিভিন্ন সংগঠিত সশস্ত্র বাহিনীর পরস্পরের সাথে)

যে পক্ষই সংঘাতের সূত্রপাত করে থাকুক না কেন, আইএইচএল সংঘাতে লিপ্ত সকল পক্ষসমূহের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য।

আইএইচএল কাদের সুরক্ষা দেয়?

যোদ্ধা এবং যে সকল ব্যক্তিরা সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে না বা আর করছে না, যেমন বেসামরিক ব্যক্তি, চিকিৎসাসেবা ও ধর্মীয় দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তি, আহত, অসুস্থ ও জাহাজডুবির শিকার সৈনিক, যুদ্ধবন্দী এবং বেসামরিক অন্তরীণ ব্যক্তিবর্গকে আইএইচএল সুরক্ষা প্রদান করে থাকে।

নারী এবং শিশুদের বিশেষ প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি বিবেচনা করে আইএইচএল তাদের বাড়তি সুরক্ষা প্রদান করে।

আইসিআরসি বিশ্বের প্রায় ৮০টি দেশে কাজ করছে।

সশস্ত্র সংঘাত ও অন্যান্য সহিংসতার উদ্ভবের প্রেক্ষিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে সংস্থাটির কার্যালয়গুলো নিয়মিত স্থানান্তরিত হয়।

আইসিআরসি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয় সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত।

ICRC

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি
বাড়ি#৭২, রোড#১৮, ব্লক#জে
বনানী, ঢাকা-১২১৩, বাংলাদেশ
টেলিফোন + ৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬১, ৮৮৩৫৫১৫
ফ্যাক্স + ৮৮ ০২ ৮৮৩৭৪৬২
ই-মেইল dhaka@icrc.org , www.icrc.org/bd
© আইসিআরসি, অক্টোবর ২০১২

০৮৫০/২৫৬ ১০.২০১২ ৬০০০

প্রচ্ছদের ছবি ঃ টনি নিকোলেটি/রয়টার্স

আইএইচএল

আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের মূল বিষয়সমূহ

ICRC

সংক্ষেপে

Thomas Pizer/ICRC

William Smit/ICRC

Boris Heger/ICRC

Thierry Gassmann/ICRC

আইএইচএল কি?

- আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (আইএইচএল) হলো সমষ্টিগত একটি নীতিমালা যার উদ্দেশ্য সশস্ত্র সংঘাতের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণকে সীমিত রাখা।
- এই আইন সংঘাতে লিপ্ত পক্ষসমূহের ওপর যুদ্ধের অস্ত্র ও কলাকৌশল অবলম্বনে সীমাবদ্ধতা আরোপ করে।
- যে সকল ব্যক্তিবর্গ সংঘর্ষে অংশগ্রহণ করে না বা আর করছে না, আইএইচএল তাদের সুরক্ষা করে।
- আইএইচএল 'যুদ্ধের আইন' অথবা 'সশস্ত্র সংঘাতের আইন' নামেও পরিচিত।

আইএইচএল কেন গুরুত্বপূর্ণ?

যুদ্ধকালীন সময়ে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিত করতে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের জন্য আইএইচএল একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। 'যুদ্ধেরও যে সীমা আছে', এই নীতি মেনে আইএইচএল সংঘাতের মাঝে মানবতার একটি আবহকে সংরক্ষণ করবার চেষ্টা করে।

"জেনেভা কনভেনশনস (...) সর্বদা দৃঢ়ভাবে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় পরস্পরের প্রতি যত্নবান হবার দায়িত্ববোধ সম্পর্কে"
নেলসন ম্যান্ডেলা

আইএইচএল কিভাবে সুরক্ষা প্রদান করে?

আইএইচএল সংঘাতে লিপ্ত পক্ষসমূহের সংঘর্ষকালীন আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রতিপক্ষের হাতে আটক বন্দীদের নিরাপত্তা বিধান করে। এছাড়াও এই আইন ঃ

- সংঘাতের সাথে জড়িত পক্ষসমূহের জন্য আবশ্যকীয় করে যে তারা সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তিদের মাঝে পার্থক্যকরণ করবে এবং বেসামরিক লোকজনকে আক্রমণ করা হতে বিরত থাকবে;
- যে সকল অস্ত্রের ব্যবহার অত্যন্ত নৃশংস বা যেগুলো সামরিক ও বেসামরিক ব্যাক্তিদের মাঝে পার্থক্যকরণ করতে পারে না, সে সকল অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ বা সীমিত করে;
- সংঘাতে জড়িত পক্ষসমূহের ওপর আরোপ করে যে তারা যুদ্ধে আহত ও অসুস্থদের সেবা প্রদান এবং চিকিৎসাসেবায় নিয়োজিত ব্যক্তিদের সুরক্ষা নিশ্চিত করবে;
- সংঘাতের সাথে জড়িত পক্ষসমূহের জন্য আবশ্যকীয় করে যে তারা যুদ্ধবন্দী ও বেসামরিক অন্তরীণ ব্যক্তিদের মর্যাদা নিশ্চিত করতে, আইসিআরসি'র প্রতিনিধিদের বন্দীশালাগুলো পরিদর্শন করবার সুযোগ দেবে।

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি)-এর ভূমিকা

আইএইচএল তিনটি পরিস্থিতিতে কার্যকরী হবে ঃ

১৯৪৯ সনের ৪টি জেনেভা কনভেনশন এবং এর তিনটি অতিরিক্ত প্রটোকলের ওপর ভিত্তি করে, আইসিআরসি আন্তর্জাতিক মানবিক আইন (আইএইচএল)-এর অভিভাবকত্ব পালন করে থাকে। এই চুক্তিগুলো আইসিআরসিকে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবার অধিকার দেয় ঃ

- আহত, অসুস্থ অথবা জাহাজডুবির শিকার সামরিক ব্যক্তিবর্গের জন্য ত্রান সহায়তা;
- যুদ্ধবন্দীদের পরিদর্শন;
- সংঘাতের কারণে বিচ্ছিন্ন পরিবারের সদস্যদের মাঝে যোগাযোগ পুনঃস্থাপন;
- বেসামরিক জনগণকে সহায়তা প্রদান;
- মানবিক আইনের দ্বারা সুরক্ষিত ব্যাক্তিদের প্রতি এর ধারা অনুযায়ী যথাযথ আচরণ নিশ্চিত করা।